UNICORN
COMPUTER & PRINTER REPAIRING
যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয় কার্টিজ রিফিল করা হয়।
Mob. : 9734300733
অফিস ঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 07 ❑ Issue 49 ❑ 22 Feb., 2024 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

একশো দিনের কাজের টাকা দেবে রাজ্য

বাগদায় সহায়তা কেন্দ্র খুলল তৃণমূল

প্রতিনিধি ঃ ১০০ দিনের কাজের বকেয়া ২১ হাজার কোটি টাকা রাজ্যকে দিচ্ছে না কেন্দ্র সরকার। বঞ্চিত হচ্ছে বাংলার কয়েক হাজার শ্রমিক। এমন দাবি করে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগে সেই টাকার দাবিতে কয়েক মাস ধরে আন্দোলন শুরু করেছে তৃণমূল।

সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন, কেন্দ্র না দিলে আগামী একুশে ফেব্রুয়ারির মধ্যেই একশো দিনের কাজের বকেয়া পারিশ্রমিক শ্রমিকদের ব্যাংক এ্যাকাউন্টে দেবে রাজ্য সরকার। এবার সেই লক্ষ্যেই রবিবার বাগদা পশ্চিম ব্লক তৃণমূলের পক্ষ থেকে বাগদা থানার সামনে একটি সহায়তা কেন্দ্র খুলে বঞ্চিত শ্রমিকদের কাছ থেকে একশো দিনের কাজের তথ্য নথি সংগ্রহ করতে দেখা গেল তৃণমূল নেতাকর্মীদের।

এদিন এই সহায়তা কেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ সদস্য ভানুমতি বালা ও বাগদা পশ্চিম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অঘোর চন্দ্র হালদার। অঘোর চন্দ্র হালদার বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে নির্দেশ দিয়েছেন, সেই মতোই আমরা সহায়তা কেন্দ্র খুলেছি। সাধারণ শ্রমিকদের কাছ থেকে আমরা নথিপত্র জমা নিচ্ছি। ইতিমধ্যেই বহু বঞ্চিত শ্রমিক তাদের নথিপত্র জমা করেছেন সহায়তা কেন্দ্রে। এদিনের সহায়তা কেন্দ্রে এসে কাজের নথিপত্র জমা দিলেন বাগদার বহু শ্রমিকেরা। তাদের বক্তব্য, কাজ করেছি, টাকা পাইনি। সেই টাকার জন্য আমরা নথিপত্র জমা দিচ্ছি।

আধার কার্ড বাতিল নিয়ে অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের বৈঠক

রাজ্যজুড়ে আন্দোলনের ডাক মমতা ঠাকুরের

প্রতিনিধি ঃ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বহু মানুষের কাছে ইতিমধ্যেই আধার কার্ড বাতিলের চিঠি। আধার বাতিলের চিঠি মতুয়াদের বাড়িতেও আসছে। এই ঘটনায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে মতুয়া ভক্তদের মধ্যে। তারা এদেশের নাগরিক থাকবে কিনা তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘ ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে একটি বৈঠক করল।

সেখানে সিদ্ধান্ত হয়েছে, রাজ্যজুড়ে এর প্রতিবাদে মতুয়ারা আন্দোলন করবে। অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের সংজ্ঞাধিপতি মমতা ঠাকুর বলেন, 'যাদের আধারকার্ড বাতিল করা হচ্ছে তার মধ্যে প্রায় ৫০

থেকে ৬০ শতাংশই মতুয়া সম্প্রদায়ের। আমরা রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতিকে চিঠি দেবো। তারপরেও এই চক্রান্ত বন্ধ না হলে আমরা ঠাকুরবাড়িতে অনশন শুরু করব। মমতা ঠাকুরের দাবী, 'ঘুরিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এনআরসি চালু করতে চাইছে। মতুয়াদের নাগরিকত্ব কেড়ে নিতে চাইছে।

মমতা ঠাকুর এদিন আরো বলেন, 'যদি কোন টেকনিক্যাল সমস্যা হয়ে থাকে সেটা নিয়ে বলবেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। বনগাঁর সাংসদ শান্তনু ঠাকুর এ বিষয়ে শুনেছি বলছেন। তা হলে সে ঠিক করে দিক। যাদের আধার কার্ড বাতিল হয়েছে তাদের বলবো সকলে শান্তনু ঠাকুরের বাড়িতে আসুক।

চাষের জমিতে কীটনাশক ছড়াতে ড্রোনের ব্যবহার বনগাঁয়

প্রতিনিধি ঃ চাষাবাদের কাজে কম সময়ে ও পারিশ্রমিকে ফসলের উৎপাদন বাড়াতে ড্রোনের ব্যবহারের মাধ্যমে চাষাবাদে উদ্যোগী হল প্রশাসন। শুক্রবার বনগাঁর সাতবেড়িয়া এলাকায় ড্রোনের মাধ্যমে মাঠে কীটনাশক সার বীজ ছড়ানোর প্রশিক্ষণ দিয়ে আধুনিক চাষের সূচনা করা হলো। এদিন কৃষি আধিকারিকরা কীটনাশক ভর্তি অত্যাধুনিক ড্রোন নিয়ে সকাল সকাল পৌঁছে যান স্থানীয় গোপালনগরের সাতবেড়িয়া এলাকায়। সেখানে কৃষকদের সামনেই ফসল ভর্তি জমিতে অত্যাধুনিক ড্রোন ব্যবহার করে কীটনাশক ছড়ানো হয়। পাশাপাশি কৃষি আধিকারিকরা কৃষকদের ড্রোন ব্যবহার করে কীটনাশক, সার কম সময়ে ও কম খরচে কি ভাবে ছড়ানো যায় তার নিয়মাবলী সেখান। এ বিষয়ে বনগাঁ পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মধ্যক্ষ সীমা বিশ্বাস বলেন, ফসলের উৎপাদন বাড়াতে অত্যাধুনিক ড্রোন ব্যবহার বেশ কয়েক বছর ধরে চলছে দেশের বিভিন্ন জায়গায়। এবার থেকে বনগাঁর কৃষক ভায়েরাও জমিতে ড্রোন ব্যবহার করে তাদের জমিতে কীটনাশক ছড়াতে পারবেন। ৫০% ভর্তুকিতে অথবা ভাড়া নিয়েও এই ড্রোন চাষিরা পাবেন সহজেই।

বনগাঁ মহকুমা কৃষি দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে বনগাঁ মহকুমার বিস্তীর্ণ এলাকায় চাষের জমিতে পুরো মাত্রায় ব্যবহার হবে ড্রোন। অল্প সময়ে কম মজুরিতে ড্রোনের মাধ্যমেই নিজের জমিতে কীটনাশক, সার ছড়াতে পারবেন চাষিরা। শুক্রবার তারই হল শুভ সূচনা। এই লক্ষেই আগামীতে মহকুমার সর্বত্র নেওয়া হবে ড্রোন।

সন্তান জন্মের ২৪ ঘন্টার মধ্যে হাসপাতালের বেডে শুয়ে উচ্চ মাধ্যমিক দিল মা

জয় চক্রবর্তী : সন্তান প্রসবের ২৪ ঘন্টা না পেরনোর আগেই হাসপাতালের বেডে শুয়ে পরীক্ষা দিলেন নাজমা মন্ডল নামে বনগাঁর ছাত্রী। মা হওয়ার খুশিতে খুব ভালো পরীক্ষা হয়েছে বলে জানালেন তিনি। বনগাঁ থানার ঘাটবাঁওড় রামচন্দ্রপুর হাইস্কুলের ছাত্রী সে ও বনগাঁর শক্তিগড় হাইস্কুলে পরীক্ষার সিট পড়েছিল তার। প্রথম দিনের পরীক্ষা নাজমা শক্তিগড় হাই স্কুলে দিলেও রবিবার প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয় সে। অস্ত্রোপচার করে বাচ্চা প্রসবের সময় চিকিৎসকের কাছে পরীক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল নাজমা। ছেলে সন্তান জন্মানোর ২৪ ঘন্টার মধ্যেই সোমবারে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালের বেডে শুয়ে পরীক্ষা দিল। নাজমা বলেন, পরীক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকদের সহযোগিতায় পরীক্ষাটা দিতে পারলাম। নাজমার পরিবারের লোকেরা জানিয়েছে, বছর খানিক আগে স্থানীয় ভিড়া গ্রামে নাজমার বিবাহ হয়। কয়েক মাসের মধ্যেই সন্তানসম্ভাবা হয়ে পড়ে সে। মনের ইচ্ছায় দ্বাদশ শ্রেণির পঠন পাঠন চালিয়ে গিয়েছে সে। নাজমার শাশুড়ি

তৃতীয় পাতায়...

সীমান্তে প্রায় ২.২৫ কোটি টাকার সোনা উদ্ধার, ধৃত ৩

প্রতিনিধি ঃ পেট্রাপোল বন্দর দিয়ে পণ্যবাহী ট্রাকে করে বা যাত্রীর বেশে নিয়মিত সোনাপাচারের চেষ্টা চালাচ্ছে পাচারকারীরা। বিএসএফের তৎপরতায় সোনা উদ্ধারের ঘটনাও ঘটছে। শুক্রবার ফের বাংলাদেশে পণ্য খালি করে আসা দুটি ট্রাক থেকে ও বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসা এক যাত্রীর তল্লাশি চালিয়ে প্রায় আড়াই কোটি টাকার সোনা উদ্ধার করল বিএসএফ। বিএসএফ জানিয়েছে, এদিন পৃথক তিনটি ঘটনায় ২২টি সোনার বিস্কুট ও ৩ টি সোনার পেস্ট উদ্ধার হয়েছে। যার মোট ওজন আনুমানিক ৩.৬২৮ কেজি, আনুমানিক ভারতীয় বাজার মূল্য ২,২৫,৫২,০৪৮ টাকা। ধৃত দুই ট্রাক চালকের নাম রাজু দাস ও সঞ্জীব দাস। তাদের বাড়ি বনগাঁ থানা এলাকায়। ধৃত যাত্রীর নাম মোহাম্মদ আবুবক্কর বাড়ি তামিলনাড়ু রাজ্যে।

এদিন বাংলাদেশে পণ্য খালি করে পেট্রাপোল আইসিবিতে আসা দুটি ট্রাক সন্দেহজনক ভাবে দাঁড় করায় বিএসএফের ১৪৫ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানেরা। ট্রাক-দুটির তল্লাশি চালিয়ে কেবিনের মধ্য থেকে মোট ২২ টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার করে। পাশাপাশি একই দিনে বন্দর দিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসা এক যাত্রীকে আটক করে তল্লাশি চালিয়ে তার গোপনাঙ্গের মধ্যে থেকে নলাকার আকৃতির ৩ টি সোনার পেস্ট উদ্ধার করা হয়। যার ওজন প্রায় ১০৭৬.৭ গ্রাম। ভারতীয় বাজারে যার মূল্য প্রায় ৬৭ লক্ষ টাকা। উদ্ধার হওয়া সোনা ও ধৃত পাচারকারীদের পেট্রাপোল শুল্ক দফতরের হাতে তুলে দেওয়া হয় বিএসএফের পক্ষ থেকে।

শঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন চাঁদপাড়া ষ্টেশনের দোকানিরা

নীরেশ ভৌমিক ঃ প্রধানমন্ত্রী মোদী চাঁদপাড়া রেল স্টেশনকে অমৃত ভারত ষ্টেশন প্রকল্পের অন্তভূক্ত করেন। গত বছরের আগষ্ট মাসে চাঁদপাড়া ষ্টেশন পার্শ্বস্থ রেল ময়দানে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে স্থানীয় সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর ঘোষণা করেন, খুব শীঘ্রই চাঁদপাড়া ও ঠাকুরনগর ষ্টেশনের পুনঃউন্নয়নের কাজ শুরু হবে। সেই মতো ঠাকুরনগরে তৃতীয় প্ল্যাটফর্ম নির্মানের জন্য ডাউন প্ল্যাটফর্মের উপরের এবং রেল লাইনের পাশের দোকানগুলি ভেঙে সরিয়ে নেন দোকানদাররা। অন্যদিকে চাঁদপাড়া ষ্টেশনের ২ ও ৩ নং প্ল্যাটফর্মের উপরে টানা যাত্রীশেড নির্মান ও প্ল্যাটফর্ম উচু করার কাজ মাস চারেক আগে শুরু হলেও কাজ চলছে অত্যন্ত শ্লথ গতিতে। কাজের গতিতে। কাজের গতি ও মান নিয়েও যাত্রী সাধারন ও

চতুর্থ পাতায়...

ঋতু মেঘা হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট
আবাসিক।। শীততাপ (AC) নিয়ন্ত্রিত।
এখানে চাইনিজ ফুড সহ বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।
২৪ ঘন্টাই খোলা

চাঁদপাড়া দেবীপুরস্থিত যশোর রোড সংলগ্ন কৃষি মান্ডির পাশে।
চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
Shifting Time সকাল ১০টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা।
যোগাযোগ: 9332224120, 6295316907, 8158065679

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৭ ❐ সংখ্যা ৪৯ ❐ ২২ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ ❐ বৃহস্পতিবার

ধর্ম ধর্মেই থাক, রাজনীতিতে নয়

জীবজগতে মানুষ হল শ্রেষ্ঠ জীব। কখনো প্রতিকূলতার সঙ্গে সে যুদ্ধ করতে করতে এগিয়েছে আবার কৌশলগত বুদ্ধির প্রয়োগেও কখনো সে এগিয়েছে। এগোনোর পেছনে আছে অনেক রক্তপাত, হিংসা, মারামারি, দলাদলি। আমরা সবাই জানি মানুষের মধ্যে আছে দুটো শক্তি, একটা শুভশক্তি, আর একটা পশুশক্তি বা একটা দেবত্ব শক্তি, অন্যটা আসুরিক শক্তি। এই দুই শক্তির সমন্বয়ে মানুষের মধ্যে নিরন্তর দ্বন্দ্ব।

এদিকে মানুষের সভ্যতা ধীরে ধীরে এগিয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সময়ে জন্ম নিয়েছেন অনেক মহৎপ্রাণ মহাপুরুষ। তারা বোঝালেন, মানুষের ধর্ম কী, বেঁচে থাকার সার্থকতা কোথায়!

দেখতে দেখতে জগতে এলো সনাতন হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম, ইসলাম ধর্ম। সব ধর্মের মূল কথা প্রেম। কিন্তু ধর্মের মূল বাণীটা মানুষ ভুলে গেল। সেখানে এলো ধর্মীয় গোঁড়ামি, হিংসা, মারামারি, কাটাকাটি। এর ফলে আমরা দেখতে পেলাম, ধর্মে ধর্মে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বাঁধলো সংঘাত। প্রকৃত ধর্মের মূল সত্যকে জানার বদলে প্রকাশ পেল স্বার্থচিন্তা। ফলে মানুষ ভুলে গেল প্রেম ও মৈত্রীর কথা। পরিবর্তে এলো রক্তপাত ও দাঙ্গা। ব্যক্তিগত প্রাপ্তিকে মানুষ বড় করে দেখলো। ধর্মকে মানুষ ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করলো। অন্যদিকে কিছু মানুষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার করলো।

আসলে একটা কথা বুঝতে হবে ঠান্ডা মাথায়, মানুষ কিন্তু মানব ধর্মের দিকে তপস্যা করতে বলছে, সেখানেই মানুষ সর্বজনীন। তাই তো মানুষ নিজের আত্মার মধ্যে অন্যের আত্মাকে, অন্যের আত্মার মধ্যে নিজের আত্মাকে জানে। যে জানে, সেই সত্যকে জানে। এই সত্যই হলো মানবধর্ম। এজন্যই 'সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' এই ধর্মে রয়েছে অপার ধৈর্যশক্তি, মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা। যে ধর্মের মধ্যে সহনশীলতা আছে, শান্তির কথা আছে, সেই ধর্মই মানুষের ধর্ম। এই ধর্মেই একমাত্র মানুষ নির্মল নিঃশ্বাস পেতে পারে।

মাতৃভাষা দিবস পালন পেট্রাপোল সীমান্তে, নোম্যান্সল্যান্ডের শহীদ বেদীতে মাল্যদান না করে বাড়ি ফিরলেন ভাষা-প্রেমীরা

জয় চক্রবর্তী ঃ মাল্যদান মিষ্টি বিতরণ দু-দেশের প্রতিনিধিদের শুভেচ্ছা বিনিময়ের মধ্য দিয়ে বুধবার ভারত বাংলাদেশের পেট্রাপোল সীমান্তের নোম্যান্সল্যান্ডে পালিত হল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ভাষার উৎসবে সামিল হবেন বলে দূর দূরান্ত থেকে দু'দেশের মানুষ সকাল থেকে সীমান্তে এসে জড়ো হয়েছিল। তাদের মধ্যে বেশিরভাগ মানুষই নোম্যান্সল্যান্ডের কাছেও আসতে পারেননি। ফলে ম ন খারাপ নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন তারা।

অতীতে ভারত বাংলাদেশ পেট্রাপোল-বেনাপোল সীমান্তের নোম্যান্সল্যান্ডে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে দুই দেশ একত্রে মাতৃভাষা দিবস পালন হলেও কয়েক বছর ধরে ভারতের মধ্যেই আলাদা মঞ্চ করে পেট্রাপোল বন্দরে ভাষার অনুষ্ঠান হয়। নোম্যান্সল্যান্ডের দু-দেশের প্রতিনিধিরা গিয়ে শহীদ বেদিতে মাল্যদান করতেন। এদিন দু-দেশের মানুষ সীমান্ত পেরোতে না পারলেও বিএসএফ ও বিজিবির কড়া পাহারার মধ্যেই নোম্যানসল্যান্ডের ভাষা শহীদ বেদীতে মাল্যদান করা হয়। তারপর চলে দু'দেশের প্রতিনিধিদের শুভেচ্ছা মিষ্টি বিনিময়। এরপরেই নিজেদের দেশে ফিরে যান দু'দেশের প্রতিনিধিরা।

এদিন ওপার বাংলার তরফে ছিলেন বেনাপোলের মেয়র নাসির উদ্দিন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জাতীয় সংসদ সদস্য শেখ আফিল উদ্দিন ও সারশা উপজেলার চেয়ারম্যান সিরাজুল হক মঞ্জু সহ কয়েকজন জনপ্রতিনিধি। এ দেশের প্রতিনিধি দলে ছিলেন বাগদার বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস, বনগাঁ পৌরসভার পৌর প্রধান গোপাল শেঠ, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়রা।

চলতি বছর ২২ শে জানুয়ারী ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে এক বাংলাদেশি জওয়ানের মৃত্যু ঘিরে সাময়িক উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয়। তবে ওই ঘটনায় বাংলাদেশের তরফে কোনও কড়া প্রতিক্রিয়ার বদলে সামান্য ও ছোট ঘটনা বলে বিষয়টিকে লঘু করা হয়। সেই ঘটনা নিয়ে এদিন বাংলাদেশ আওয়ামিলীগের অন্যতম নেতৃত্ব শেখ আফিল উদ্দিনকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'দুই দেশের মিলন কখনই বন্ধ হয়নি। এই দিনে আমাদের এই মিলন কোন পার্টি বন্ধ করতে পারবে না। প্রতিবছরই ইন্ডিয়াতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিকমূলক অনুষ্ঠান হয়। সেখানে আমরা যাই। আগামী বছর আশা করছি সেই অনুষ্ঠান হবে। ভারত সরকারের কাছে তিনি অনুরোধ করেন, 'যদি আমরা বাংলাদেশিরা ভিসা ছাড়া ইন্ডিয়ায় যাতায়াত করতে পারি তাহলে খুব উপকৃত হই।'

এদিন সকালে পেট্রাপোলে উপস্থিত হয়েছিলেন ভাষা প্রেমীরা। এক সাহিত্যিকের কথায়, একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখের জন্য হৃদয় কেঁপে ওঠে ,আন্দোলিত হয়। কথার কথামালায় তখন মনে হয়, এইতো একটা অক্ষর। যে অক্ষর বলে ওঠে- আমি রফিক, আমি বরকত, আমি সালাম। ভাষার টানেই প্রতিবছর পেট্রাপোলে ছুটে আসি। কিন্তু এবার নোম্যান্সল্যান্ডেও যেতে পারলাম না। দূর থেকে বাংলাদেশী বন্ধুদের দেখলাম। মনটা খারাপ হয়ে গেল।

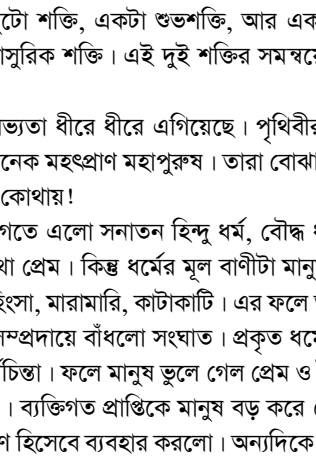

ভ্রমণ

কানছা-দার দেশ নেপাল

অজয় মজুমদার

১৪ ই ডিসেম্বর ২০২৩ সকাল৭.৩০ নাগাদ আমরা রওনা হলাম পোখরা। কাঠমান্ডু থেকে পোখরার দূরত্ব ২০১ কিলোমিটার। ব্রেকফাস্ট রাস্তায় দিয়ে দিল। রাস্তার বেশির ভাগটাই সমতল ভূমি। পাহাড়ি রাস্তা খুবই কম। রাস্তা চওড়া তবে আরও চওড়া হচ্ছে। ফোর লেন হবে। যেতে যেতে চোখে পড়ল ত্রিশুলা নদী। এর পরই মনোকামনা মন্দিরে যাওয়ার পথ। কাঠমান্ডু থেকে পশ্চিমে ১০০ কিলোমিটার পথ পেরোলে উচু পাহাড়ের মাথায় কামনা দেবীর মন্দির। গাড়ি পার্কিং এর জন্য অনেক জায়গা। চারিদিকে রকমারি গাছের বাহার এবং বেশ সাজানো গোছানো। কেবল কার বা রোপওয়ের ভাড়া ভারতীয় মুদ্রায় জনপ্রতি ৬৫০ টাকা এবং নেপাল টাকায় ১১৫০। নেপালী জনগণের কাছে মনোকামনা দেবী অত্যন্ত জনপ্রিয়। মনোকামনা দেবীরটি কাছে প্রার্থনা করলে মনের ইচ্ছা পূরণ হয় বলে বিশ্বাস স্থানীয় মানুষদের । ১৭ শতাব্দীর পুরনো এই মন্দির পাহাড়ের গায়ে ১৩০২ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। এই দেবী ভগবতী ,দুর্গা এবং কালীর মিশ্র রূপ। মন্দিরটি কাঠমান্ডু ও পোখরার মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত। আমরা কেবল কারে পৌঁছালাম কামনা দেবীর মন্দিরে ও এখানে গিয়ে আমি আর রবিদা প্রচুর পরিমাণে কমলালেবু খেলাম। ভালো দাম দিয়ে কিনলে মিষ্টি লেবু পাওয়া যায়। কমলালেবুর দাম হবে ইন্ডিয়ান ১০০ টাকা কিংবা নেপালি ১৫০ টাকায় ১ কেজি লেবু। ৪০-৫০ টাকায় ১কে জি লেবু টক হবে। এখানে প্রচুর কমলার চাষ হয়। দীর্ঘ কেবলকার বা রোপওয়ে অভিযান করার সময় নিচেয় পড়বে ত্রিশুলা নদী ও কেবলকারে বা রোপওয়েতে উঠতে হবে ২৫৮ মিটার থেকে ১৩০২ মিটার উচ্চতায়। পৃথ্বী হাইওয়ের উপরে এই মনোকামনা দেবীর মন্দির পড়বে। ২০১৫ ভূমিকম্পে ভালো রকম ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল এই মন্দিরটি। সেটি বর্তমানে রিপিয়ারের কাজ চলছে। মন্দিরে নির্দিষ্ট জায়গায় লাল কাপড় বেঁধে প্রদীপ জ্বালিয়ে দেবীর কাছে নিজেদের প্রার্থনা জানান ভক্তরা। যখন রোপওয়ে ছিলনা তখন ট্রেকিং করেই এই মন্দিরে ভক্তরা আসতো।

রাত আটটায় আমরা পৌঁছে গেলাম পোখরা হোটেলে। এবারও আমাদের হোটেল হল মহাদেব হোটেল প্রাইভেট লিমিটেড। সেরা হোটেলগুলির মধ্যে একটা। লাগেজ ঘরে ঘরে পৌঁছে দিল হোটেল বয়রা। এখানেও বেশ শীত। সকালে উঠে অনেকেই সানরাইজ দেখতে গেল। আমরা গেলাম ফেওয়া লেকে। অনেকেই লেকের রাস্তা ধরে মর্নিং ওয়াকে এসেছে। বেশ কিছু মানুষ ব্যায়ামও করছে। পোখরা হল নেপালের পশ্চিমাংশের গন্ডকি অঞ্চলের অন্তর্গত কাস্কি জেলার একটি শহর। জনসংখ্যা হিসাবে এটি দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। এটি হিমালয়ের অন্নপূর্ণা পর্বতমালার অন্নপূর্ণা সংরক্ষণ এলাকা অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে সার্কিট করার জন্য ট্রেকারদের একটি ঘাঁটি। পোখরা চীন ও ভারতের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পুরনো বাণিজ্য রুটে অবস্থিত। ১৭ শতকে এটি কাস্কি রাজ্যের একটি অংশ ছিল যা শাহ রাজবংশের অধীনে। শাহ রাজবংশের দ্বারা শাসিত চৌবিসি রাজ্যও ছিল।

পোখরা শহরটি ফেওয়া লেকের তীরে অবস্থিত। এটি প্রায় ৮২২ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। যা দুই মাইল লম্বা এবং ১ মাইল চওড়া। বিশ্বের ১০টি সর্বোচ্চ শৃঙ্গের মধ্যে তিনটি সহ অন্নপূর্ণা পর্বতমালা- ধৌলি গিরি। ইদানিং ফেওয়া লেকে হরিদ্বারের হরকি পৌড়ি ঘাটের মতো গঙ্গা আরতি চালু হয়েছে। ফেওয়া লেকে নৌকা বিহারের ব্যবস্থা রয়েছে। আমরা একটা বিকালে একটি প্যাডেল বোটে করে ঘুরে বেড়ালাম। ১০০০ টাকায় এক ঘন্টা ভ্রমণ'। আমাদের দলে আট জন। চলতে চলতে শ্রাবনীর গান, রবিদার আবৃত্তি চারিদিক মুখোরিত করে তুলেছিল। মনে হল সবাই লাইক জ্যাকেটের অন্তরাল থেকে বিপুল জলরাশিকে উপলব্ধি করছে। আমরা অনেকক্ষন ধরে দেখছি বেশ কিছু পাখি জলের উপর দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে দলবদ্ধ ভাবে। এগুলো আমাদের কাছে অজানা পাখি। আমাদের বোটচালক বলেছিলো, এই পাখিগুলো হল করমোর্যান্ট। এটি এক ধরনের পরিযায়ী পাখি। এরা সাইবেরিয়া থেকে এসেছে এবং প্রতিবছর শীতের সময় এরা আসে। আমাদের বোট চালক স্থানীয় মানুষ এখানকার জীববৈচিত্র নিয়ে ওর একটা ভালো ধারণা আছে। যে ধারণাগুলি আমাদের সঙ্গে শেয়ার করলো। ছেলেটি মনে হয় শিক্ষিত ও ভালো দৃষ্টিভঙ্গির।

পোখরার যে সমস্ত দর্শনীয় স্থান আমরা ঘুরে দেখেছিলাম, সেগুলি সম্পর্কে সকলের সঙ্গে শেয়ার করা যাক—

১. অন্নপূর্ণা এবং মানাসলু : উপত্যকার ১৫ থেকে ৩৫ মাইলের মধ্যে অবস্থিত। পোখরাকে নেপালের পর্যটন রাজধানী হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

২. বৃন্ধ্যবাসিনী মন্দির : এটি পোখরা শহরের প্রাচীনতম মন্দির। মূল মন্দিরটি দেবী বৃন্ধ্যাবাসিনী, একজন ভগবতী, যিনি কালীর অবতার। প্রাঙ্গণে দেবী সরস্বতী, শিব, হনুমান এবং গণেশের ছোট ছোট মন্দির রয়েছে।

৩. পোখরা শান্তিস্তূপ : পোখরার শান্তি স্তূপটি নিপ্পনজান মায়োহোজি সন্ন্যাসী মরিওকা সেলিম দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। স্থানীয় সমর্থকদের সাথে নিচিদাতসু ফুজি, একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এবং নিপ্পানজান মায়োহোজি প্রতিষ্ঠাতা।

৪. মহেন্দ্র গুহা : এটি একটি বড় চুনাপাথরের গুহা। এটি নেপালের গুহা ব্যবস্থার একটি বিরল উদাহরণ। প্রতি বছর হাজার হাজার পর্যটক এখানে দর্শনে আসেন। গুহার ভেতরে হিন্দু ভগবান শিবের একটি মূর্তি পাওয়া যায়। তৎকালীন রাজা মহেন্দ্র আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করার পর গুহাটির নামকরণ হয় মহেন্দ্র গুহা। গুহাটি প্রায় ১০০ মিটার সহজে প্রবেশযোগ্য প্যাসেজ এবং ১০০ মিটার নিম্ন অস্থির করিডোর নিয়ে গঠিত, যা শুধুমাত্র আধা মিটার উঁচু একটি ধসে পড়া পথ দিয়ে প্রবেশ করেছে।

৫. সেতি নদী গর্জ : সেতি নদী কর্ণালি নদী ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপনদী যা পশ্চিম নদীকে প্রবাহিত করে। ঘাঘরা নদী, নেপালের কর্ণালি নদী, তিব্বতে মাপচা সাংপো এবং নিম্ন ঘাঘরাকে সারায়ু নদী বলা হয়। একটি বহু বর্ষজীবীর ট্রান্স বাউন্ডারি নদী যা তিব্বত মালভূমিতে হিমালয়ের উত্তরের ঢালে উৎপন্ন হয়। নেপালের হিমালয় হয়ে ভারতের ব্রহ্মাঘাটে সারদা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। তারা একসাথে ঘাঘরা নদী গঠন করে। গঙ্গার একটি প্রধান উপনদী ৫০৭ কিমি বা ৩১৫ মাইল দৈর্ঘ্য সহ এটি নেপালের দীর্ঘতম নদী। বিহারের রেভেলগঞ্জের গঙ্গার সাথে সঙ্গম পর্যন্ত ঘাঘরার মোট দৈর্ঘ্য ১০০০ কিমি বা ৬৭০ মাইল। আয়তনের দিক থেকে এটি গঙ্গার একটি বৃহত্তম উপনদী এবং যমুনার পরে দৈর্ঘ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম। এই ব্যারেজটি খাতরিয়া ঘাট রেলস্টেশানের প্রায় নয় কিলোমিটার বা ছয় মাইল সময় ভাটিতে এবং বাহরাইচ জেলায় নেপালের আন্তর্জাতিক সীমানা থেকে ১৬ কিলোমিটার বা দশ মাইল দূরে অবস্থিত।

৬. ডেভিড ফলস বা জলপ্রপাত : এটি একটি জলপ্রপাত যা নেপালের কাস্কি জেলার পোখরায় অবস্থিত। জলপ্রপাতের জল নিচে পৌঁছানোর পরে জল একটি সুড়ঙ্গ গঠন করে। সুড়ঙ্গটি প্রায় ৫০০ ফুট বা ১৫০ মিটার দীর্ঘ এবং একশ ফুট বা ৩০ মিটার নিচে চলে।

৩১ শে জুলাই ১৯৬১ তারিখে, একটি সুইস পুরুষ- মহিলা দম্পতি সাঁতার কাটতে গিয়েছিলেন, কিন্তু জল উপচে পড়ায় মহিলাটি একটি গর্তে ডুবে যান। অনেক চেষ্টায় তিন দিন পর ফুসরে নদী থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। বাবা দুঃখে ভেঙ্গে পড়েন। এই অবস্থায় মেয়েটির বাবা তাঁর মেয়ের নাম অনুসারে এই জলপ্রপাতের নাম দেন ডেভিড ফলস। পরে এই নামের পরিবর্তন হয়। এর নেপালি নাম পাতালের চাঙ্গো, যার আক্ষরিক অর্থ হলো পাতাল কো চাঙ্গো মানে আন্ডারওয়ার্ল্ডের জলপ্রপাত ও এটি নেপালের দর্শনীয় স্থান।

সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসার পর জল গুপ্তেশ্বর মহাদেব গুহা বা মাটির নিচে গুহা নামে একটি গুহার মধ্যে দিয়ে যায়। ফেওয়া লেকের বাঁধ এই জলপ্রপাতের জলের উৎস। এটি পর্যটক বা স্থানীয়দের জন্য একটি আকর্ষণীয়। হাজার হাজার নেপালি চিত্ত বিনোদন উপভোগের জন্য যান। ভগবানের মূর্তির উপর মুদ্রা নিক্ষেপ এবং স্থাপন করে। এরপর আমরা গেলাম গুপ্তেশ্বর মহাদেবের কেভ বা গুহায়'।

গুপ্তেশ্বর মহাদেব গুহা : নেপালের কাস্কি জেলার পোখরায় অবস্থিত একটি বিখ্যাত গুহা ও গুহাটি অভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত পর্যটকদের জন্য প্রথম গন্তব্য ও মাটির প্রায় ১৫০ মিটার নিচে অবস্থিত।

এটি দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম গুহাগুলির মধ্যে একটি। এর ভেতরে মন্দির এবং বড় খোলা জায়গা রয়েছে। তবে গুহায় প্রবেশের আগে একটা মার্কেট রয়েছে, যেটা বেশ ঘিঞ্জি। প্রবেশপথেই টিকিট কাউন্টার। ওখান থেকেই টিকিট কেটে প্রবেশ করতে হয়। গুহার ভেতরটা খুবই সাঁতসেতে এবং কোথাও কোথাও বিন্দু বিন্দু বৃষ্টির মত জল পড়ে। দুর্বল মানুষদের পক্ষে ওই গুহায় খুব বেশি দূর না যাওয়াই উচিত। সব দর্শনীয়গুলো ঘোরার পর ফিরে এলাম আমাদের আস্তানায়। শরীর খুবই ক্লান্তি বোধ হচ্ছে। নেপাল ভ্রমণের এটাই আমাদের শেষ রাত। তাই যতটা পারি চেটেপুটে খেয়ে নেওয়ার মতো চারিদিক দেখছি ও ঘুরছি। ফেরার সময় এক দোকানে প্রবেশ করলাম কিছু উপহার কেনার জন্য। একটি অষ্টম শ্রেনীতে পড়া ছেলে সুন্দর গিটার বাজাচ্ছে। ও বলল, একটু আগে ও গিটার শিখে এল। এখন ও মায়ের সঙ্গে দোকানে ডিউটি দেবে। এখানকার কালচারটা হল কেউ সময় নষ্ট করেনা। সবাই কিছু না কিছু কাজের মধ্যেই থাকে। পর দিন সকালে পোখরা থেকে রওনা হয়ে রক্সৌল পৌঁছাতে হবে। ২৬৮ কিমি দূরত্ব। সেখান থেকে সকালে হাওড়া যাওয়ার মিথিলা এক্সপ্রেস ধরতে হবে সকাল ১০.১ এ।

নানা অনুষ্ঠানে সার্থক চাঁদপাড়া একুশে উদযাপন কমিটির ভাষা শহীদ স্মরণ

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বৎসর গুলির মতো এবারও একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ১৯৫২-র মাতৃভাষা বাংলার স্বাধিকার রক্ষার আন্দোলনে নিহত রফিক, জব্বার, সালাম, বরকত প্রমুখ ভাষা শহীদদের স্মরণ এবং সেই সঙ্গে গুনীজন ও কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে চাঁদপাড়ার একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপন কমিটি।

২০ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় চাঁদপাড়া বাজারের বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন চত্বরের অস্থায়ি আলোকজ্জ্বল মঞ্চে তরুন সানাই বাদক সুমন

গোলদারের সানাই এর সুর ও বিশিষ্ট তবলা বাদক সুভাষ চক্রবর্তী তবলার বোলের মধ্য দিয়ে দুদিন ব্যাপী আয়োজিত গুনীজন ও কৃতি ছাত্র ছাত্রী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। গুনীজন সংবর্ধনায় সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্টজন উপস্থিত ছিলেন। কৃতিপড়ুয়া সংবর্ধনায় এলেকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বাংলা বিষয়ে ৮৫ ও ৯০ উর্দ্ধ মার্কস প্রাপক ছাত্র ছাত্রীদের শংসাপত্র ও স্মারক উপহারে সংবর্ধনা জানানো হয়। গুনীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট জনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, বর্ষিয়ান শিক্ষক ও সমাজ সেবি কালিপদ সরকার, অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক নিমাই চন্দ্র গুঁইন, সমরেন্দ্র মণ্ডল, শিক্ষিকা সংমিত্রা সাহা, শিপ্রা সাহা, বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রীকৃষ্ণ ঘোষ, ঠাকুরনগর বইমেলা কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক কালিদাস বণিক ও বিদ্যুৎশান্তি মণ্ডল, প্রবীণ সাংবাদিক অলক বিশ্বাস, ক্রেজি গ্রুপের সভাপতি গোবিন্দ পাল, সম্পাদক টুটুন বিশ্বাস, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব গোবিন্দ কুন্ডু প্রমুখ। ২১ শে উদ্‌যাপন কমিটির সভাপতি অশোক সাহা ও সম্পাদক কপিল ঘোষ সকল বিশিষ্টজনদের স্বাগত জানান। সদস্যগণ সকলকে পুষ্প স্তবক, উত্তরীয়, মানপত্র ও স্মারক উপহারে শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। এদিন মঞ্চ থেকে গাইঘাটার রামকৃষ্ণ আশ্রমের আবাসিক পড়ুয়া ও এলেকার দুস্থ ছাত্র ছাত্রীদেরও শিক্ষা সরঞ্জাম প্রদান করা হয়।

পরদিন ২১ শে ফেব্রুয়ারি সকালে বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী সায়িকা মল্লিকের কণ্ঠে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি' মর্মস্পর্শী সংগীতের মধ্য দিয়ে ভাষা শহীদ স্মরণ অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। উপস্থিত সকলে ভাষা শহীদদের স্মরণে নির্মিত শহীদ বেদীতে ফুল মালা অর্পনে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর বর্ণাঢ্য ভাষা মিছিল জাতীয় সড়ক যশোর রোড ধরে চাঁদপাড়া বাজার এলেকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে, বর্ণময় মিছিলে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী, এনসিসি ক্যাডেট, রণপা চাঁদপাড়া ডিফেন্স একাডেমীর প্রশিক্ষনার্থী ও মহিলা ঢাকিদের ঢাক বাজনা, সেই সঙ্গে ভাষা প্রেমী মানুষজনের স্বতঃস্ফূর্তি অংশ গ্রহনে এদিনের ভাষা মিছিল বেশ আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে।

নবমতম বর্ষে পদার্পন করল হাবিবস্ বনগাঁ

অঙ্কন মণ্ডল ঃ আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার নবমতম বর্ষে পদার্পন করছে হাবিবস্ বনগাঁ। এবারের বিশেষ আকর্ষণে থাকছে স্বয়ং হাবিবস্।

আয়োজক তথা হাবিবস্-এর বনগাঁর দ্বায়িত্ব প্রাপ্ত মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী জানিয়েছেন, এবারে আমাদের বনগাঁ শাখার জন্মদিন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকছেন হাবিবস্ সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। জানা গিয়েছে, এদিনের অনুষ্ঠানে হাবিবস্ এর একাধিক পণ্যসহ হাবিবস্-এর বিভিন্ন সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবগত করা হবে। তবে হাবিবস্-এর মত ব্যক্তিত্ব সীমান্তবর্তী শহর বনগাঁয় আসাকে নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে যথেচ্ছ উন্মাদনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

অনুষ্ঠিত হল ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভঃ পেনশনার্স এ্যাসোসিয়েশন বনগাঁ ইউনিটের বার্ষিক সম্মেলন

সোমনাথ হালদার ঃ ১১ ফেব্রুয়ারী বনগাঁ হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হল ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভঃ পেনশনার্স এ্যাসোসিয়েশনের বনগাঁ ইউনিটের বার্ষিক সম্মেলন। এবারে এই সংগঠন ৩১তম বর্ষে পদার্পন করল। সংগঠনের কমবেশি মোট ২৯৫জন সদস্যের মধ্যে বিভিন্ন অসুবিধার মধ্যেও শতাধিক সদস্যের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

ফি বছরের ন্যায় এবছরও সংগঠনের সক্রিয় সদস্যদের উপস্থিতিতে বনগাঁ মহকুমা ফেডারেশনের কার্য্যকরী কমিটির সদস্য ও সদস্যা নির্বাচন হয়। দীর্ঘদিন ধরে নিজের পদে অর্থাৎ সংগঠনের সম্পাদক পদে বহাল থাকা বনগাঁ ঘোষ স্কুলের প্রাক্তণ প্রধান শিক্ষক বিমল কান্তি বসু বলেন, 'আমরা সংগঠনের তরফ থেকে অবসর প্রাপ্ত সমস্ত পেনশনার্সদের যাবতীয় সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করে থাকি এবং সেই সঙ্গে সমাজের উন্নয়নে নানাবিধ কর্মকাণ্ডের সহিত যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করি।'

অন্যদিকে সংগঠনের ২০২২-২৩ বর্ষের সভাপতি দিলীপ কুমার চন্দ বলেন, 'আমরা সংগঠনের তরফে রাজ্য সরকারী পেনশনারদের ৪ শতাংশ ডি.এ ও ত্রাণ ঘোষণার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই।' এদিন ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভঃ পেনশনার্স এ্যাসোসিয়েশন বনগাঁ ইউনিটের বার্ষিক সম্মেলনে তাদের স্যুভেনিয়র প্রকাশ করা হয়।

Digital Signature
Authorised by Emudra
এখানে ডিজিট্যাল সিগ্‌নেচার এর জন্য যোগাযোগ করুন
আশীর্বাদ ডিটিপি এণ্ড জেরক্স
কোর্ট রোড, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা ☎ ৯২৩২৬৩৩৮৯৯

বদলি হলেন গাইঘাটার জয়েন্ট বিডিও কার্তিক রায়

নীরেশ ভৌমিক ঃ তিন বছরের অধিককাল গাইঘাটা ব্লকের যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক পদের দায়িত্ব সামলে গত ২০ ফেব্রুয়ারি বদলি কার্তিক রায়। ব্লকের বিডিও নীলাদ্রি সরকার, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাক্‌চি কর্মাধ্যক্ষ বাপী দাস, অজয় দত্ত, দীর্ঘদিনের সহকর্মী সমাজকল্যান আধিকারিক বিশ্বজিৎ ঘোষ, ব্লকের সকল আধিকারিক ও সমাজ কর্মীগণ এদিন অশ্রু সজল নয়নে ও নানা উপহারে বিদায় জানান। সম্মাননা পত্র হাতে তুলে দিয়ে কার্তিক বাবুকে শুভেচ্ছা জানান সভাপতি ইলা দেবী ও বিডিও নীলাদ্রি বাবু। সহকর্মীগণ অতিমারী করোনা ও ডেঙ্গি প্রতিরোধে কার্তিক বাবুর কর্মতৎপরতার উল্লেখ করে তাঁর পরবর্তী কর্মজীবনের আরোও সাফল্য কামনা করেন।

অশ্রু সিক্ত নয়নে কার্তিক বাবু বলেন, এখানে কাজ করে সহকর্মী এবং সেই সঙ্গে স্থানীয় মানুষজনের নিকট থেকেও যথেষ্ট সম্মান ও ভালোবাসা পেয়েছি। এখানকার এত স্মৃতি কখনো ভুলতে পারবো না। সমাজকল্যান আধিকারিক বিশ্বাজিৎ বাবু জানান, নদীয়া জেলার বাসিন্দা কার্তিক বাবু এবারে মুর্শিদাবাদ জেলার নওদা ব্লকে বদলি হয়েছেন। সহকর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ও অংশগ্রহনে জয়েন্ট বিডিও কার্তিক বাবুর এদিনের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

বিজ্ঞাপনের জন্য
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৯১৩৪২২৮৫১৩

বেডে শুয়ে উচ্চ মাধ্যমিক দিল মা

প্রথমপাতার পর...

বলেন, 'ওকে পরীক্ষায় বসতে বারণ করেছিলাম। শেষ পর্যন্ত তার ইচ্ছার কাছে হার মানতে বাধ্য হই আমরা। ও যে পরীক্ষা দিতে পারছে এটাই আমাদের ভালো লাগলো।

এদিন নাজমার পরীক্ষা দেওয়ার খবরে খুশি তার চিকিৎসক মহীতোষ মণ্ডল। তিনি বলেন, 'নাজমার নরমাল ডেলিভারি করা সম্ভব হয়নি। সিজারের সময় টেবিলে শুয়ে ও আমাকে জানায়, ডাক্তারবাবু আমি উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। পরীক্ষা দিতে চাই। এখন মা ও শিশু দুজনেই ভালো আছে। তিনি আরো বলেন, টিনেজার বিবাহটা মা ও শিশু উভয়ের ক্ষেত্রে বিপদজনক। প্রশাসন ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের কাছে অনুরোধ করবো এ বিষয়ে আরো সচেতন করবার জন্য। বনগাঁ মহকুমা হাসপাতাল সুপার কৃষ্ণ চন্দ্র বড়াই বলেন, 'আমরা হাসপাতালের পক্ষ থেকে সমস্ত রকম ব্যবস্থা করেছি যাতে পরীক্ষা দিতে কোন অসুবিধা না হয়। আমরা হাসপাতালের পক্ষ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নাজমার পরীক্ষা দেওয়ার যাবতীয় ব্যবস্থা করতে সমর্থ হয়েছি।

জন ভারত রঙে ঠাকুরনগরের পরশ এর নাট্যনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা আয়োজিত দেশের সর্ববৃহৎ নাট্য উৎসব

'ভারত রঙ্গ মহোৎসব' এবারে ২৫ তম বর্ষে পদার্পন করেছে। প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘপথ চলার এই রজত জয়ন্তী বর্ষকে স্মরনীয় করে রাখতে সারা ভারতের দু হাজারের বেশি নাট্যদল ভারত রঙ্গ মহোৎসবের অর্ন্তভূক্ত জন ভারত রঙ্গ তে অংশ গ্রহন করে। গত ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ঠাকুরনগরের পরশ সোস্যাল এন্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন তাঁদের মহলা কক্ষে ভরত রঙ্গ মহোৎসব ২০২৪ উপলক্ষে জনভারত রঙ্গে অংশগ্রহন করে। ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রক ও এন এস ডি'র আহ্বানে পরশ সাংস্কৃতিক সংস্থার সদস্যগণ এদিন দেশাত্ববোধক অনুনাটক পরিবেশন করেন। এদিনের অনুষ্ঠানকে ঘিরে সংস্থার সদস্যগণের মধ্যে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

মাতৃ স্মৃতিতে ধর্মীয় অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ সদ্য প্রয়াতা মায়ের স্মৃতিতে এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করে চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া কালী বাড়ির বাসিন্দা প্রধান শিক্ষিকা মাধুরী গাইন। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি প্রয়াতা মা প্রভাবতী দেবীর স্মরনে মতুয়াদের আরাধ্য দেবতা হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুরের আরাধনার আয়োজন করেন সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসংঘের সাধারন সম্পাদক অন্যতম মতুয়া ভক্ত ডাঃ এস এন গাইনের ব্যবস্থাপনায় সকাল থেকেই ঠাকুরের বাণী পাঠ ও নাম গান শুরু হয়। বিভিন্ন এলেকা থেকে বহু ভক্তজন আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহন করেন।

মায়ের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা এবং মায়ের স্মৃতিতে ভোগ প্রদান করেন মাধুরী দেবী। হরি গুরুচাঁদ ঠাকুরের পুজো ও আরাধনায় যোগদেন সমবেত ভক্ত জন। মধ্যাহ্নে ছিল আহারের ব্যবস্থা। মায়ের আত্মার শান্তি কামনায় মাধুরী দেবীর এই মহতী উদ্যোগকে সকলেই সাধুবাদ জানান।

চাঁদপাড়ায় রামঠাকুরের উৎসবে বহু ভক্ত সমাগম

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১৮ ফেব্রুয়ারি অপরাহ্নে এলেকার শতাধিক দুস্থ মানুষজনের মধ্যে বস্ত্র বিতরন এবং সন্ধ্যায় আবাহন মঙ্গলঘট স্থাপনের মধ্যদিয়ে চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়ায় রাম মন্দিরে মহা সমারেহ শুরু হয় শ্রী শ্রী রামচন্দ্রদেবের ১৬৪ তম জন্মমহোৎসব। চাঁদপাড়া রেলষ্টেশন পার্শ্বস্থ ঢাকুরিয়া শ্রী শ্রী সত্যনারায়ণ সেবা প্রতিষ্ঠানে এদিন সন্ধ্যা থেকে শুরু হয় অষ্ট প্রহর ব্যাপী নাম যজ্ঞানুষ্ঠান। নামগানে অংশগ্রহন করে ব্রজবাসী সম্প্রদায় (ঢাকুরিয়া), শান্তিপুরের দেবদাসী সম্প্রদায় দীঘার নিতাই গৌর সম্প্রদায়, ধানকুনির শ্রী চৈতন্য সম্প্রদায় ও মানিক তলার শ্রী শ্রী রাধা মাধব সম্প্রদায়। উৎসবের দ্বিতীয় দিন সকালে মঙ্গল আরতি বাল্যভোগ, গুরু পূজা, ভোগরাগ ও সন্ধ্যায় শ্রী শ্রী সত্যনারায়ন পুজো অন্তে উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। সারাদিনে অগনিত ভক্ত সমাগমে পুজো ও উৎসব প্রাঙ্গন মুখরিত হয়ে ওঠে। মধ্যাহ্নে সহস্রাধিক ভক্ত নাম গান শোনেন এবং খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহন করেন। উৎসব কমিটির অন্যতম কর্ণধার ফনিভূষণ মজুমদার, নির্মল পাল, কমল মজুমদার, আবির পাল, বিশ্বনাথ গুহ, অলক রায়, রঞ্জিত মজুমদার, স্বপন শীল, রামু ভৌমিক প্রমুক ভক্ত জনের আন্তরিক উদ্যোগে এবারের শ্রী শ্রী রাম স্মরনম উৎসব সার্থকতা লাভ করে।

দীর্ঘ ১৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
সবিতা অ্যাড এজেন্সি
বিজ্ঞাপনী অডিও প্রচারের জন্য
যোগাযোগ করুন...
M. 9474743020

মন ভরানো হাসির শর্ট ফিল্মস্, ওয়েব সিরিজ দেখার জন্য স্ক্যান করুন আমাদের এই কোডে অথবা ইউটিউবে সার্চ করুন
www.youtube.com/@monalisafilms5673
বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়ের জন্য সত্ত্বর যোগাযোগ করুন— ৯৭৩৩০৮৭৬২৬
মোনালিসা ফিল্মস্ বনগাঁ

নিজ কারখানায় প্রস্তুত ৩০ বৎসরের ওয়ারেন্টি যুক্ত কাঠের ফার্ণিচারের জন্য Mob. : 9733087626 মোনালিসা ফার্ণিচার

ভাষা দিবসে চাঁদপাড়ায় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ও শীত বস্ত্র প্রদান

নীরেশ ভৌমিক ঃ মহান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে দিবা রাত্র ব্যাপী শট ব্যান্ড নক্ আউট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট এবং সেই সঙ্গে এলেকার দুস্থ মহিলাদের মধ্যে শীত বস্ত্র বিতরন করে চাঁদপাড়া ক্রিকেট লাভার্স সংগঠনের সদস্যগণ। চাঁদপাড়া ষ্টেশন পার্শ্বস্থ ঢাকুরিয়া শালবাগান প্রাঙ্গনে আয়েজিত ক্রিকেট টুর্নামেন্টে বিভিন্ন জেলার ১৬ টি দল অংশ গ্রহন করে।

সন্ধ্যায় শীতবস্ত্র প্রদান অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাক্চি, পূর্ত কর্মাধাক্ষ নিরুপম রায়, শিক্ষা ও ক্রীড়া কর্মাধ্যক্ষ মধুসূদন সিংহ, চাঁদপাড়ার প্রধান দীপক দাস, উপ প্রধান বৈশাখী বিশ্বাস, সমাজকর্মী সমীর হাজরা, উত্তম লোধ, গোলক ভট্টাচার্য, গৌতম দাস ও প্রাক্তণ ক্রিকেটার তপন বর্ধন, চঞ্চন রায় চৌধুরী ও গৌরাঙ্গ দাস, ছিলেন পঞ্চায়েত সদস্য উত্তম সাহা, সোমা গাইন, সুষমা মজুমদার প্রমুখ। আয়োজক ক্রিকেট লাভার্স এর কর্নধার পার্থজিৎ গুহ উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। সদস্যগণ সকলকে বরণ করে নেন। সভাপতি ইলা দেবী তাঁর বক্তব্যে ভাষা দিবসের তাৎপর্য ব্যখা করেন এবং ক্রিকেট লাভার্স আয়োজিত এই টুর্নামেন্টের প্রশংসা করে প্রতিবৎসর এই টুমামেন্ট চালিয়ে যাবার আহ্বান জানান। ইলা দেবী সহ উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা দুস্থ মানুষজনের হাতে শীত বস্ত্র চাদর তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

অপরাহ্ন থেকে খেলার মাঠে অগনিত দর্শকের উপস্থিতি চোখে পড়ে। মধ্য রাতের আকস্মিক বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে শেষ রাতে অনুষ্ঠিত ফাইনাল কেলায় বিরাটি স্প্রাইট টিমকে পরাস্ত করে গড়িয়া বয়েজ ক্লাব টুর্নামেন্টের সেরার শিরোপা লাভ করে।

আয়োজক চাঁদপাড়া ক্রিকেট লাভর্স টিমের কর্ণধার পার্থজিৎ গুহ জানান, চ্যাম্পিয়ন গাড়িয়ার টিমকে নগদ ৩০ হাজার টাকা ও সৈকত দাস স্মৃতি ট্রফি ও রানার্স বিরাটি স্প্রাইট টিমকে রাকেশ মজুমদার স্মৃতি ট্রফি ও নগদ ২৫ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন দিকে সেরা খেলায়াড়গণকে আকর্ষনীয় পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। চাঁদপাড়ার ক্রিকেট লাভর্স আয়োজিত এক দিনের শট হ্যান্ড নক আউট ক্রিকেট টুর্নানেমেন্ট এলেকায় বেশ সাড়া ফেলে।

সম্পর্ক গড়ে

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন

HALL MARK

১। আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার।
২। আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে।
৩। আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়।
৪। পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে।
৫। আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
৬। আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডিয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলেরও ব্যবস্থা আছে।
৭। সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন।
৮। প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্ট ভাউচার।
৯। কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।
১০। সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স।
১১। আমাদের এখানে বসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষী ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন— বৃহস্পতিবার।
১২। নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন।
১৩। জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৪। সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন। বন্দুক সহ ও খালি হাতে। সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৫। অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন।
১৬। Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে।
১৭। অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন।
১৮। দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
১৯। আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা।
২০। Website : www.newpcjewellers.com
২১। e-mail : npcjewellers@gmail.com

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বাটার মোড়, বনগাঁ (বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি মতিগঞ্জ, হাটখোলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৪। **চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগ করতে পারেন 8967028106 নম্বরে।**
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

পড়াশোনার সরঞ্জাম বিতরণ করল মিলন গোষ্ঠী

প্রতিনিধি ঃ শ্রীনগর হাবড়া নাট্য মিলন গোষ্ঠী থিয়েটার চর্চা ছাড়া অন্যান্য সামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িত রয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া গেল দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার সরঞ্জাম দানের মাধ্যমে। অশোকনগর ভারতী বালিকা বিদ্যামন্দিরে ১২জন দরিদ্র ছাত্রীর হাতে তুলে দেন খাতা, কলম, পেন্সিল, স্কেল ইত্যাদি। শ্রীনগর হাবড়া নাট্য মিলন গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে ছাত্রীদের হাতে তুলে দেন দলের কর্ণধার দিলীপ ঘোষ, প্রধান শিক্ষিকা ঝুমা চক্রবর্তী, শিক্ষিকা -পুষ্পিতা দাস, জয়িতা বিশ্বাস প্রমুখ। প্রধান শিক্ষিকা ঝুমা চক্রবর্তী বলেন, এই সংগঠন দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের সাহায্যের জন্য যেভাবে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, এমনভাবে প্রতিটি সংগঠন এগিয়ে আসলে সত্যি সত্যি ছেলেমেয়েরা তাদের মনের ইচ্ছা পূরণ করতে সফল হবে। নাট্য নির্দেশক দিলীপবাবু বলেন, শুধু পড়াশোনা নয়-নাট্য চর্চার মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করা প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। সেই কাজে সব সময় আমরা ওদের পাশে আছি।

বাণী বন্দনায় গোবরডাঙ্গা চিরন্তন

প্রতিনিধি ঃ গোবরডাঙ্গা চিরন্তন অন্যান্য বারের ন্যায় পালন করল সরস্বতী পুজো। সকাল ৮ টায় পূজাঅন্তে হোম যজ্ঞ সহ দধিকর্ম অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যে সাড়ে ছটায় ঋজু সাহার সরস্বতী বন্দনা নাচের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের শুরু। এছাড়াও যারা যারা নৃত্যে অংশগ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে রিয়া বিশ্বাস, রাজ মন্ডল এবং মধুরও মূরতী গানের সঙ্গে অদ্রীশ দাসের নৃত্য সকলের মন কেড়ে নেয়। শুভ্র প্রকাশের কবিতা এবং গান সকলের ভালো লাগে, তারপরে অমিয়াংশু দত্তের শ্রী শ্রী মা সরস্বতীকে নিয়ে কয়েকটি গান এবং গজল, রবি ঠাকুরের ভানুসিংহের পদাবলী থেকে গর্বিতা দাসের গান সকলের মনে আরো জায়গা করে নেয়। লক্ষ্মণ বিশ্বাসের যন্ত্রসংগীত অনবদ্য হয়েছে। এই পুজোর অনুষ্ঠানে সমগ্র ভু অলংকরণে সহযোগিতা করেছে ভগিনীদ্বয় অনু এবং রিয়া বিশ্বাস। চিরন্তনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক সরোজ কান্তি চক্রবর্তী, নীরেশ ভৌমিক এবং পাঁচুগোপাল হাজরা।

সাদপুরে অনুষ্ঠিত হল প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

প্রতিনিধি ঃ সরস্বতী পুজো উপলক্ষে মছলন্দপুরের সাদপুরে অনুষ্ঠিত হল সারাদিন ব্যাপী বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সাদপুর গ্রামবাসীবৃন্দের সঙ্গে মিলিত হয়ে মছলন্দপুর ইমন মাইম সেন্টার সম্পূর্ন অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে। ১৪ফেব্রুয়ারী ছিল বসন্তপঞ্চমী। সেদিন সকলে মিলে পূজা ও পুষ্পাঞ্জলিপ্রদান করে দেবী সরস্বতীর আরাধনা করেন। পরের দিন অর্থাৎ ১৫ই ফেব্রুয়ারী সারাদিন ধরে চলল বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান। এলাকার সর্বস্তরের নারী পুরুষ নির্বিশেষে বহু মানুষ এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় ইমন মাইম সেন্টার এর আয়োজনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আবৃত্তি, সঙ্গীত, নৃত্য ও মূকাভিনয় দিয়ে সাজানো ছিল এদিনের সন্ধ্যা। সৃজা হাওলাদার-এর পরিচালনায় নৃত্য পরিবেশন করেন মছলন্দপুর নৃত্যনীড় এর শিল্পীরা। ইমনের বন্ধুরা পরিবেশন করেন বিষ্ণু রায়ের পরিচালনায় মূকাভিনয় "দন্ত চিকিৎসক" এবং ধীরাজ হাওলাদার এর পরিচালনায় মূকাভিনয় "মেরা ভারত মহান"। অনুষ্ঠানে গ্রামবাসীদের অংশগ্রহণ ও উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মত।

দক্ষিণবঙ্গে একই দিনে ৩টি কৃষক সভা ইফকোর

নীরেশ ভৌমিক ঃ ইন্ডিয়ান ফার্মার্স ফার্টিলাইজার কোম্পানীর (IFFCO) উদ্যোগে একই দিনে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ৩টি ব্লকে কৃষক সভা ও শীতবস্ত্র

কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠিত হল গত ১৭ ফেব্রয়ারি। এদিন শুরুতে জেলার বাসন্তি ব্লকের নফরগঞ্জ সমবায় ও দক্ষিণ রামচন্দ্রখালি কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতিতে এবং অপরাহ্নে বারুইপুর ব্লকের বেত বেরিয়াতে সমবেত কৃষকদের নিয়ে কৃষি বিষয়ক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়।

এদিনের ৩টি কৃষক সভায় উপস্থিত ১২০ জন কৃষিজীবী মানুষের হাতে ইফকোর পক্ষ থেকে শীতবস্ত্র কম্বল তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান ইফকোর জেলার ফিল্ড ম্যানেজার মিঃ রীতেশ ঝা। রীতেশজী এদিন কৃষি আলোচনা চক্রে উপস্থিত কৃষকদের সামনে ইফকোর যুগান্তকারী আবিষ্কার ন্যানো ইউরিয়া এবং ন্যানো ডি এ পি (তরল) সার ব্যবহারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন এবং এই তরল সার জলে গুলে ব্যবহারের পদ্ধতিও জানান। সেই সঙ্গে ইফকোর সাগরিকা বায়োফার্টিলাইজার ও ন্যাচারাল পটাশ ইত্যাদি সার জমি ও ফসলে ব্যবহারের আহ্বান জানান। এদিনের বিভিন্ন কৃষক সভায় উপস্থিত কৃষিজীবী মানুষজনের মধ্যে কম্বল প্রদান ও সভাকে ঘিরে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

শঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন

প্রথমপাতার পর...

এলেকাবাসী অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে চাঁদপাড়া উন্নয়নের স্বার্থে ১ নং প্ল্যাটফর্মে কিছু এলেকার দোকান ঘর সরিয়ে নেবার জন্য নোটিশ দেন রেলকর্তৃপক্ষ। আতঙ্কিত ব্যবসায়িরা গত সোমবার সন্ধ্যায় ষ্টেশন চত্বরে সভা করেন।

সভায় দলমত নির্বিশেষে দোকানিরা ব্যবসা করার জন্য বিকল্প ব্যবস্থার দাবি তোলেন। সভায় তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আই এন টি টি ইউসি'র ব্লক সভাপতি সমীর হাজরা (বাপী), তৃণমূল নেতা উত্তম লোধ, বামপন্থী সি আই টি ইউ এর প্রবীণ নেতা কৃষ্ণ চৌধুরী, স্থানীয় সিপিএম নেতা বাপ্পা চৌধুরী, দোকানি জয়দেব বর্ধন, বিধান দাস প্রমুখ। নেতৃবৃন্দ রুটি রুজির স্বার্থে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানান। তবে এদিনের সভায় ভারতীয় জনতা পার্টির উল্লেখযোগ্য তেমন কেউ উপস্থিত ছিলেন না। সভাশেষে সমবেত দোকানিরা প্ল্যাটফর্মে মিছিল করেন।

নিজ কারখানায় প্রস্তুত ১২ বৎসরের ওয়ারেন্টি যুক্ত স্টীল ফার্ণিচারের জন্য যোগাযোগ করুন— **Mob. : 9733087626**

টাইগার স্টীল ফার্ণিচার

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**